০৫-০৬-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা কোনো দেহধারীর নাম রূপে ফেঁসে যেও না, তোমরা অশরীরি হয়ে যদি বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে, নিরোগী হতে পারবে ।"

প্রশ্ন :- সচেতন বাচ্চাদের মুখ্য নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর :- যারা সচেতন হবে, তারা প্রথমে নিজে ধারণা করে তারপর অন্যকে করাবে । নিজেকে বাদল বা মেঘরূপ জ্ঞানে ভরপুর করে তারপর বর্ষণ করবে । পড়ার সময় তারা হাই তুলবে না । ব্রাহ্মণীদের উপর অনেক দ্বায়িত্ব আছে -- এখানে তাদেরই আনতে হবে যারা এখান থেকে রিফ্রেশ হয়ে গিয়ে অন্যদের বর্ষণ করতে পারবে ।
২-) এখানে তাদেরই আসা উচিত যারা খুব ভালোভাবে যোগে থেকে বায়ুমণ্ডলকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে । কোনরকম বিঘ্ন যেন না করে । এখানে আশেপাশে অনেক শান্তি থাকার প্রয়োজন । কোনো প্রকারের আওয়াজ যেন না হয় ।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায়.....

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ তো বোঝানো হয়েছে -- বাবা বলেন আত্মা এবং পরমাত্মা হলো শান্ত স্বরূপ । যেমন বাবা,তেমন বাচ্চারা । বাবা বাচ্চাদের বোঝান, তোমরা তো শান্ত স্বরূপ । বাইরে থেকে কোনো শান্তি পাওয়া যায় না । এ তো রাবণ রাজ্য । এখন এই সময় তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । আমি এনার মধ্যে বিরাজ করছি । তোমাকে আমি যে মত দিই, তোমরা সেই মতে চলো । বাবা কোনো নাম বা রূপে ফাঁসেন না । এই নাম রূপ হলো বাইরের । এই রূপে তোমরা ফেঁসে যেও না । সম্পূর্ণ দুনিয়া এই নাম রূপেই আটকে যায় । বাবা বলেন, এদের সকলেরই নাম এবং রূপ আছে, তাই এদের স্মরণ করো না । তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো, তোমাদের আয়ুও এই স্মরণের ফলে বাড়বে এবং তোমরা নিরোগীও হতে পারবে । লক্ষ্মী - নারায়ণও তোমাদের মতনই ছিলেন, কেবল তাঁদের সজ্জিত অবস্থায় দেখানো হয় । এমন নয় যে তাঁরা কেউ ছাদের মতো লম্বা - চওড়া ছিলো । মানুষ তো মানুষের মতনই হবে । তাই বাবা বলেন, কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করো না । এই দেহকেই ভুলতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করো, এই শরীর তো ছাড়তেই হবে । দ্বিতীয় কথা কোনরকম গাফিলতি করো না, মাথার উপর বিকর্মের বোঝা অনেক আছে । অনেক বোঝা আছে । বাবার স্মরণ ছাড়া এই বোঝা কম হবে না । বাবা বোঝান, যারা সবথেকে উঁচু পবিত্র হয় তারাই আবার সবথেকে পতিত হয়ে যায় । এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । নিজেকে দর্শন করো । বাবাকে খুব করে স্মরণ করতে হবে । যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো, এ খুবই সহজ । যিনি এত প্রিয় বাবা, তাঁকে উঠতে বসতে স্মরণ করতে হবে । যাঁকে তোমরা ডাকো, হে পতিত - পাবন এসো, কিন্তু সম্পূর্ণ ভালোবাসা তাঁর প্রতি থাকে না । এই প্রেম স্বামী আর সন্তানের প্রতিই থাকে । কেবল মুখেই বলে যে, পতিত - পাবন এসো । বাবা বলেন আমি কল্পে কল্পে অর্থাৎ প্রতি কল্পের সঙ্গমের সময়ই আসি । এমন গায়নও আছে যে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । কৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রিন্স । তিনি তো নাম, রূপ, দেশ বা কাল ছাড়া তো আসতেই পারেন না । নেহেরু আবার সেই একই রূপ আর একই পজিশনে কল্প বাদে আবার আসবেন । আবার শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগে আসবেন । তাঁর চেহারার কোনো বদল হবে না । এই যজ্ঞের নামই হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ । এই রাজত্বের জন্য নিজেকে সমর্পণ

করতে হবে অর্থাৎ বাবার হতে হবে । বাবার যখন হয়েছো, তখন ওই একজনকেই স্মরণ করা উচিত । হদের বন্ধন ছেড়ে বেহদের সঙ্গে জুড়তে হবে, বাবা হলেন অনেক বড় । তোমরা জানো যে, বাবা এসে তোমাদের কি দেন । বেহদের বাবা তোমাদের বেহদের বর্সা বা সম্পত্তি দিচ্ছেন, যা কেউই দিতে পারে না । মানুষরা তো একে অপরকে মারতে বা কাটতে থাকে, আগে এমন তো হতোই না ।

তোমরা জানো যে বাবা আবার এসেছেন । তিনি বলেন, কল্পের এই সঙ্গম যুগে, যখন যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনের প্রয়োজন, তখনই আমি আসি । তোমরা নতুন দুনিয়া চাও, রামরাজ্যও চাও । সেখানে সুখ সম্পত্তি সবই আছে, কিন্তু ঝগড়া করার মতো কেউই থাকে না ।শাস্ত্রে তো সত্যযুগ আর ত্রেতাকেও নরক বানিয়ে দিয়েছে । এ সম্পূর্ণ ভুল । তারা অসত্য কথা শোনায়, আর বাবা শোনায় সত্য কথা । বাবা বলেন, তোমরা আমাকে সত্য বলো, তাই না । আমি এসেই সত্য কথা শোনাই । ৫ হাজার বছর আগে ভারতে কাদের রাজত্ব ছিলো । বাচ্চারা জানে যে – বরাবর ৫ হাজার বছর আগে ভারতে লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । এও বলা হয় যে – ক্রাইস্টের ৫ হাজার বছর আগে ভারতে স্বর্গ ছিলো । এই হিসেব তো সোজা । বলা হয় কল্পের আয়ু এতো কেন রাখা হয়েছে । আরে , হিসাব তো করো । ক্রাইস্ট এতো সময় আগে এসেছিলো । যুগ তো হলো এই চারটি । অর্ধেক কল্প দিন আর অর্ধেক কল্প রাতের জন্য লাগে । বোঝানোর জন্য খুব ভালো কাউকে চাই । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, কাম হলো মহাশত্রু । ভারতবাসীরাই দেবতার মহিমা গায় – সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী .....তাহলে ১৬ হাজার ১০৮ রাণী কোথা থেকে এসেছে ! তোমরা জানো যে ধর্মশাস্ত্র কোথাও নেই । ধর্মশাস্ত্র তাকেই বলা হয় – যা ধর্মস্থাপকরা বলে গিয়েছেন । ধর্মস্থাপকের নামে শাস্ত্র তৈরী হয়েছে । এখন তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়ায় যাবে । এ সমস্তকিছুই পুরোনো এবং তমোপ্রধান, তাই বাবা বলেন যে এই পুরোনো সব জিনিস থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে এক আমাকেই স্মরণ করো – তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । গাফিলতি করলে বাবা বোঝান যে, এর ভাগ্য এমনই । এ হলো খুবই সহজ কথা । তোমরা কি এই কথা বুঝতে পারো না ? সবদিক থেকে মোহের রংকে সরিয়ে এক বাবাকে স্মরণ করো । তাহলে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কোনো দুঃখ হবে না । না তোমরা এমন কুব্জা আদি হবে । সেখানে তো মানুষ ভাবে যে আয়ু সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিতে হবে । যেমন সাপের উদাহরণ বা অন্য জন্তুদের উদাহরণ দেওয়া হয় । অবশ্যই তারা জানতে পারতো L এই সময়ের মানুষদের থেকে বেশী বুদ্ধি জানোয়ারদের হয় । ভ্রমরীর উদাহরণও এখানকার । পোকামাকড়দের কিভাবে নিয়ে যায় । এখন তোমাদের সুখের দিন আসছে । মেয়েরা বলে, আমরা পবিত্র থাকি তাই মারও অনেক খেতে হয় । হ্যাঁ বাচ্চারা, কিছু তো সহ্য করতেই হবে । অবলাদের উপর অত্যাচারের গায়নও আছে । অত্যাচার করলেই তো পাপের ঘড়া পূর্ণ হবে । এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বিঘ্ন তো অনেকই আসে । অবলাদের উপর অত্যাচার হবে । এই গায়ন শাস্ত্রতেও আছে । বাচ্চারা বলে বাবা, আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে আমরা আপনার সাথে মিলিত হয়েছিলাম । স্বর্গের বর্সা বা সম্পত্তিও নিয়েছিলাম । আবার মহারাণীও হয়েছিলাম । বাবা বলেন, হ্যাঁ বাচ্চারা, এই পুরুষার্থ তো করতেই হবে । স্মরণ একমাত্র শিববাবাকেই করতে হবে, ব্রহ্মাবাবাকে নয় । ইনি কোনো গুরু নন । ইনিও এনার কান দিয়ে শোনেন । শিববাবাই তোমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু । ওনার থেকে শিখে তোমরা অন্যদের শেখাও । সবার বাবা ওই একজনই । আমাদেরও তিনিই শেখান, তাই বেহদের এই বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বিষ্ণু বা ব্রহ্মাকে কখনোই পতির পতি বলা হবে না । শিববাবাকেই পতির পতি বলা হয় । তাহলে কেন আমরা তাঁকে ধরবো না ? তোমরা

সকলে আগে মূলবতনে, বাবার ঘরে যাবে, তারপর শ্বশুর ঘরে আসতে হবে । প্রথমে শিববাবার কাছে সেলামি দিতে হবে, তারপরে সত্যযুগে আসতে হবে । কত সহজ পাই – পয়সার কথা ।

বাবা সবদিকের বাচ্চাদেরই দেখেন যে কোথাও কেউ ঝিমিয়ে না যায় । যদি কেউ ঝিমোতে থাকে, হাই তোলে, বুদ্ধিযোগ চলে যায় , তখন সে বায়ুমণ্ডলকে খারাপ করে দেয়, কারণ বুদ্ধির যোগ বাইরে ঘুরতে থাকে ।তাই বাবা হামেশা এমন বলেন, বাদল রূপী জ্ঞান এমন নিয়ে এসো যাতে বাইরে গিয়ে বর্ষণ করতে পারো । বাকি আর কি করবে ? যারা বাবার কাছে নিয়ে আসে তাদের উপরও অনেক দায়িত্ব থাকে । কোন্ ব্রাহ্মণী সচেতন, যে ভরপুর হয়ে গিয়ে বাইরে বর্ষণ করতে পারে । এমনদেরই আনতে হবে । বাকিদের আনলে আর কি লাভ হবে ? নিজে শুনে, ধারণা করে তারপর অন্যকে ধারণা করাতে হবে । পরিশ্রমও করতে হবে । যেই ভাণ্ডারীর থেকে তোমরা খাও, তাতে তোমাদের কাল কন্টক দূর হয়ে যায় । তাই এখানে তাদেরই আসতে হবে যারা খুব ভালোভাবে যোগে থাকতে পারে ।না হলে তারা বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেয় । এই সময় আরো সাবধান থাকতে হবে । ছবি তোলারও কোনো কথা নয় । যতটা সম্ভব বাবার স্মরণে থেকে যোগদান দিতে হবে । চারিদিকে অনেক শান্তি থাকার প্রয়োজন । হাসপাতাল সবসময় এমন জায়গায় তৈরী করা হয় যেখানে শান্তির পরিবেশ হয় । রোগীদের শান্তির প্রয়োজন । তোমাদের নির্দেশ মেলে -- তাই সেই শান্তিতে থাকতে হবে । বাবাকে স্মরণ করাই হলো আসল শান্তি । বাকি সবই নকল । তারা বলে না -- দু মিনিট ডেড সাইলেন্স । কিন্তু সেই দুই মিনিট বুদ্ধি কোথায় যায় তা কেউ জানে না । একজনেরও প্রকৃত শান্তি থাকে না । তোমরা এরপরে পৃথক হতে থাকবে । আমি আত্মা, এই হলো নিজের স্বধর্মে থাকা । বাকি কোথাও ধাক্কা খেয়ে শান্তিতে থাকা, সে কোনো আসল শান্তি নয় । বলে যে তিন মিনিটের সাইলেন্স -- অশরীরি হও -- এমন আর কারোর শক্তি নেই যে এই কথা বলতে পারে । বাবারই মহাবাক্য -- আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের জন্ম – জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে । না হলে পদও ভ্রষ্ট হয়েযাবে আর সাজাও খেতে হবে । শিববাবার নির্দেশে চললেই তোমাদের কল্যাণ হবে । বাবাকে সর্বদা স্মরণ করতে হবে । যতটা সম্ভব অতি প্রিয় এই বাবাকে স্মরণ করতে হবে । ছাত্রকে তার শিক্ষকের সম্মান রাখার জন্য অনেক খেয়াল রাখতে হয় । অনেক ছাত্র যদি পাশ করতে না পারে, তাহলে শিক্ষক সম্মান পায় না । এখানে কৃপা বা আশীর্বাদের কোনো কথাই নেই । তোমাদের প্রতিজনকেই নিজেদের উপর কৃপা বা আশীর্বাদ করতে হবে । ছাত্ররা নিজেদের উপর কৃপা করে, পরিশ্রমও করে । এও এক পড়া । যতো যোগ করতে পারবে ততো বিকর্মজিত হতে পারবে, উঁচু পদও পাবে । এই স্মরণের দ্বারাই চিরসুস্থতা পেতে পারবে । মনমনাভব । এমন কথা কৃষ্ণ কি কখনো বলতে পারবে ? এই নিরাকার বাবা বলেন -- তোমরা বিদেহী হও । এ হলো ঈশ্বরীয় বেহদের পরিবার । মা – বাবা, ভাই – বোন, ব্যস, আর কোনো সম্বন্ধ নেই । আর সমস্ত সম্বন্ধে কাকা, মামা থেকে থাকে । এখানে হলো ভাই – বোনের সম্বন্ধ । সঙ্গম ছাড়া এ আর কখনোই হয় না । যখন আমরা মাতা – পিতার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নিয়ে থাকি । আমরা তো অনেক সুখের অধিকার নিয়ে থাকি । রাবণ রাজ্যে থাকে অতি দুঃখ । রামরাজ্যে থাকে অতি সুখ, যারজন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । যে যতটা পুরুষার্থ করে তা কল্প কল্পের জন্য সিদ্ধ হয়ে যায় । এই প্রাপ্তি অনেক বেশী । যারা কোটিপতি বা পদমপতি, তাদের সব এমনই মাটিতে মিশে যাবে । অল্প লড়াই শুরু হলেই দেখো কি হয় । বাকি সব কাহিনী – বাচ্চারা তোমাদের । এই সত্যি কাহিনী শুনেই বাচ্চারা তোমরা সত্যখন্ডের মালিক হও । এ তো সম্পূর্ণ নিশ্চয় কথা । এই নিশ্চয়তা ছাড়া এখানে কেউই আসতে পারে না । বাচ্চারা, তোমাদের

কোনো গাফিলতি করা উচিত নয় । বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে যেমন মাম্মা, বাবা নিয়েছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শরীর থেকে পৃথক হয়ে স্বধর্মে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । যতটা সম্ভব অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সবদিক থেকে মোহের রং বের করে দিতে হবে ।

২) এই ঈশ্বরীয় পড়ার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিজের উপর নিজেই কৃপা বা আশীর্বাদ করতে হবে । হদ বা লৌকিক দুনিয়ার থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে বেহদের সাথে জুড়তে হবে । বাবার হয়ে বাবার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে ।

বরদান :- সন্তুষ্টতার সম্পত্তির দ্বারা হদের ইচ্ছাকে সমাপ্ত করে সদা সন্তুষ্টমণি হও ।

যার কাছে সন্তুষ্টতার সম্পত্তি আছে, তার কাছে সবকিছু আছে, যারা অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে তাদের সর্বপ্রাপ্তির অনুভূতি হয় । আর যার কাছে সন্তুষ্টতা থাকে না, তার কাছে সবকিছু থেকেও কিছুই থাকে না, কেননা অসন্তুষ্ট আত্মা সর্বদা ইচ্ছার বশ থাকে, তার এক ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দশটি ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ে যায়, তাই হদের ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা .....তখনই বলা হবে সন্তুষ্টমণি ।

স্লোগান :- স্মৃতির সুইচ যদি সর্বদা অন থাকে তাহলে কখনোই মুড অফ হবে না ।